International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

# লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

**LOKA-UTSA 5**
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

**মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র**

# জলপাইগুড়ি চাপগড় পরগণা

ড. জিতেশচন্দ্র রায়
সহকারী অধ্যাপক
পাঁশকুড়া বনমালী কলেজ

উত্তরবঙ্গের অন্তর্গত জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি থানার ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক অবস্থান স্বতন্ত্র। জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ময়নাগুড়ি থানা অতি প্রাচীন জনপথ। ময়নাগুড়ি উত্তরে ভূটান ও নেপাল, পূর্বে কোচবিহার জেলা ও বর্তমান বাংলাদেশের অংশ বিশেষ, পশ্চিমে দার্জিলিং জেলা, বিহার এবং পূর্বে আসাম প্রদেশ। অতীতে ময়নাগুড়ি-কামরূপ কোচবিহার, বৈকণ্ঠপুর এবং অবশেষে ভূটান রাজ্যের অন্তভূক্ত। এই দখলিকৃত সূত্রে উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও সংস্কৃতিক যোগসুত্র গড়ে ওঠে যা ময়নাগুড়ি সমাজ-সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কোচবিহর ও বৈকণ্ঠপুর রাজত্বে ময়নাগুড়ি ছিল ২৬টি তালুকে বিভক্ত। যেমন—''গড়তলি, চাপাডাঙ্গা, চাপগড়, বোলবাড়ি, কাঁঠালবাড়ি, পুটিমারি, বেংকান্দি, বেতপাড়া, চূড়াভান্ডার, বড়গিলা, বাংলাঝাড়, খালড়াবাড়ি, মরিচবাড়ি, শিশুয়াবাড়ি, ডারিকামারি ও বোরাঝাড়''।[১]

যাদের বেশীরভাগ শীতকালে জলাধার শীর্ণ হয়ে যায় আবার বর্ষায় নতুন জলে পূর্ণ হয়ে ওঠে। অপরদিকে হিমালয়ের পাদদেশে সমতল ও অরণ্যপূর্ণ তরাই অঞ্চলের পূর্বাংশকে ডুয়ার্স বলা হয়। ডুয়ার্স শব্দের অর্থ হল দ্বার বা দুয়ার(ঙ্গদ্রদ্রন)। যা পর্বত সংকূল ভূটান রাষ্ট্রের প্রবেশদ্বার। ভূটান পাহাড়ের প্রধান প্রধান নদীগুলোর গতিপথ ধরে পাহাড় থেকে ডুয়ার্স সমতলে নেমে আসত। নদীর সেই পথই দুয়ার বা দ্বার নামে পরিচিতি। এই দুয়ারের মোট সংখ্যা ১৮টি। যেমন—ডালিমকোট, যুকাকোট বা ময়নাগুড়ি, চামুর্চি, লক্ষী, বক্সা, ভুষ্কা, বাড়া, গোমড়, রিপো, চিরাং বাজরা ছোট, বিজনি, বোরিমল, কলিং, সুকলা, বনসা, সারপাংগুড়ি, চপকাহাসা, এবং বিজনী।[২] ডুয়ার্স এলাকাটি পূর্ব ডুয়ার্স ৭টি এলাকা এবং পশ্চিম ডুয়ার্স ১১টি এলাকা নিয়ে দুটি ভাগে বিভক্ত।

এই পশ্চিম ডুয়ার্সের অন্তভূক্ত ছিল ময়নাগুড়ি চাপাগড় পরগণা এলাকাটি। ষোড়শ শতক থেকে ভূটানিরা ভূটান পর্বত থেকে বাহিত বিভিন্ন নদ-নদীর গতিপ্রবাহ ও গিরিপথ ধরে ডুয়ার্সের সমতল ভূমিতে নেমে অসে। এই সময়

তারা মূলত লুণ্ঠন ও ব্যবসার কাজে ডুয়ার্সে নেমে আসত। তারা সহজ-সরল নিরীহ ডুয়ার্সবাসীর যেমন ধনসম্পদ লুণ্ঠন করত, তেমনি নারী পুরুষদের হরণ করে দাস-দাসী হিসেবে ব্যবহার করত। ঐ সময় ডুয়ার্সের নিরীহ আদি-অধিবাসীরা ছিল 'রাজবংশী, কোচ, মেচ, রাভা, টোটো, খাসি, ব্যাধ এরা ইন্দো-মঙ্গোলীয় কিরাত জনজাতির একটি শাখা'।[৩]

ময়নাগুড়ি শহর থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে চাপগড় গ্রাম। দশম থেকে একাদশ শতকে এখানেই গড়ে উঠেছিল উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যতম বড় বাণিজ্যকেন্দ্র ও উন্নত জনপদ। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন—''চাপগড় এক সময় কামরূপ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সপ্তম শতকে হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক ভাস্কর বর্মার শাসনকালে কামরূপ দূর্বল হয়ে পড়ে। ঐ সময় চাপগড় পরগণার মতো ছোট ছোট শাসক গোষ্ঠীর উদ্ভব ঘটে।''[৪] অপরদিকে রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক দীপক কুমার রায় বলেন—''গোড়ার দিকে চাঁপগড়ের নাম ছিল চাঁপাগড় অর্থাৎ গোপন আস্তানা। পরবর্তীতে চাপগড় নামে সেটাই পরিচিতি পায়।''[৫]

গবেষকদের দাবী, প্রাচীন ভূটান ও কামরূপের এই সীমান্ত অঞ্চল ছিল বিভিন্ন শাসকদের গোপন ডেরা। এলাকাটি খনন করা হলে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদানের সন্ধান মিলতে পারে। আসলে অতীত ইতিহাসের বিস্মৃত তথ্য উদ্ধার করার একটি উপায় খনন কার্যের দ্বারা প্রত্নসম্পদ আবিষ্কার। একারণে প্রাচীন শাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে—

''যদ্যপি কিত্ত্যতে শক্তিলের্খন্যা: কবিতির্ভূবি।
ঐতিহাসিক লেখনে তুখনিত্রং বলবত্তরম্।।''

ঐতিহাসিক লেখনে গবেষণার কাজ অনেকদিন থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু ঐতিহাসিক স্থান খননের প্রতি সরকারী বিভাগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়নি।[৬]

প্রাচীন চাপগড় পরগণার অধীন ছিল উপরি উল্লিখিত ২৬টি তালুক। পরগণার শাসক হিসেবে বজ্রধর কার্জি পরিচয় পাওয়া যায় পুরানো নথিতে। বর্তমানে ময়নাগুড়ি-রামসাই সড়কের পাশে কলা খাওয়া নদীর পাড়ে বজ্রধরের পূর্বে পুরুষেরা বিরাট গড় তৈরি করেছিলেন। গড়ের নিরাপর্ত্তার জন্য চন্দ্রাকৃতি পরিখা খনন করা হয়। তার কিছু অংশ এখনও রয়েছে। ভারতবর্ষের একাধিক খননকার্যের ফলে ইতিহাস সম্পর্কিত সম্পদ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই কারণেই বলা যায় যে—''ইতিহাস-সাহিত্য ও লিখিত উপাদানভিত্তিক। লিখিত উপাদান হতে তথ্য

সংগ্রহ করে ইতিহাস রূপায়িত হয়। কিন্তু প্রত্নতত্ত্ব সম্পূর্ণভাবে লেখক নজির—ভিত্তিক নহে। প্রধাণত, প্রত্নতত্ত্বে বুনিয়াদ অলিখিত বাস্তব উপাদান। মানিষ্য নির্মিত ও ব্যবহৃত সর্বপ্রকার ভাষাহীন ও চেতনাহীন বাস্তব নিদর্শনের তথ্য নিষ্কাশিত করে মানব সমাজের ইতিবৃত্তের রূপায়নতত্ত্বেই প্রত্নতত্ত্বীয় সাধনায় লেখ সম্বন্বিত বাস্তব পদার্থের নজিরও আগ্রাহ্য নহে"।[৭]

প্রসঙ্গক্রমে দেওমালী দেও, দেবতা, মালী, সড়ক বা বড় সড়ক। নেপাল থেকে বৈকুণ্ঠপুর, রামসাই ও চিলাপাতার জঙ্গল হয়ে এই রাস্তা চলে গিয়েছে কামরূপ অর্থাৎ আসাম। আসলে যোগাযোগ ব্যবস্থার সুবিধার জন্য চাপগড় দ্রুত বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করে। চাপগড়ের শাসক ষষ্ঠ পুরুষ বজ্রধর অন্যতম। কন্যা কামেশ্বরী দেবীর সঙ্গে কোচবিহার রাজা শিবেন্দ্র নারায়ণের সঙ্গে বিবাহ হয় ১২৪৭ সালের ২৭শে ফাল্গুন (১৮৪১ খ্রীঃ)। কোচবিহারের মহারাণী বৃন্দেশ্বরী দেবী তার 'চেহারোদত' কাব্যে চাপগড়ের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন ত্রিপদী ছন্দে—

"চাপগড় গ্রামে ধাম তাহে বজ্রধর নাম
সর্বগুণান্বিত সুপণ্ডিত
ইষ্টনিষ্ট মিষ্টভাষী কোন দোষে নহে দোষী
ধনরত্ন যশোতে পূর্ণিত।
তাহার কুমারী হন ব্যক্ত আছে ত্রিভূবন
যার নাম শ্রী শ্রী কামেশ্বরী।
ভূপাঙ্গ আনি তারে রাখিলেন সমাদারে
উদ্ধার সমাধা নাহি করি
রাজার তনয় যত সবাকার এই মত
পাত্রী আনি ঘরেতে রাখিল"।[৮]

মহারাণী কামেশ্বরী 'ডাঙ্গর আই' এবং মহারাণী বৃন্দেশ্বরী 'বড় আই' নামে কোচবিহারে পরিচিত। আসলে রাজকুলাচার অনুসারে কোচবিহার ও বৈকণ্ঠপুর রাজবংশের কোন রাজা শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে বিয়ে করেন নি। তারা তাদের পছন্দ মত পাত্রীকে রাজবাড়িতে তুলে এনে বিয়ে করে থাকেন। সেই আচার অনুসারে চাপগড়ের জমিদার বজ্রধরের কন্যা কামেশ্বরী দেবীকে কোচবিহার রাজবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং শিবেন্দ্র নারায়ণ তাকে বিবাহ করেন।

কিন্তু ইতিহাস উজ্জ্বল হলেও আজ তা অস্তিত্বহীন। আজ এটি কিংবদন্দীতে

পরিণত। আবার ইতিহাসের শূন্যস্থানগুলি মানুষের মত অতি সহজে কিংবদন্তীর দ্বারা পূরণ করে নিয়ে থাকে। কিংবদন্তী হল লোকসাহিত্যের একটি অন্যতম উপাদান। ফলে বলা যায় যে—''ইতিহাস সেখানে মূক কিংবদন্তী সেখানে মূখর"।[৯] শাসক বজ্রধরের বংশ এবং চাপগড় পরগণা হয়ত এইরূপ কোনো কিংবদন্তীর নায়ক। গড়ের ঢিপি কেটে উজ্জ্বল ইতিহাস গিলে খেয়েছে, চা বাগান মাথা তুলেছে দুই দশক আগে। কোন মতে টিকে রয়েছে পরিখার কিছু অংশ সেটাও দখলের মুখে। বর্তমান ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রাচীন এই গড় সংরক্ষনের ব্যবস্থা না হলে 'উত্তর-পূর্বাঞ্চলের' ইতিহাস গবেষণার কাজ ব্যাহত হবে। অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অব টুরিজমের আহ্বায়ক বাজ বসু বলেন—''চাপগড় সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে, ইতিহাস তুলে ধরার ব্যবস্থা হলে, বিদেশী পর্যটকরা ভিড় জমাবেন। এছাড়া গবেষকদের কাজের সুবিধা হবে"।১০ তাই প্রাচীন কাল থেকেই এই অঞ্চলের সংস্কৃতি-ঐতিহ্য সে কিছুটা ভিন্নখাতে প্রবাহিত তা তার প্রাচীন পুরাকীর্তি নির্দেশনে প্রমাণ পাওয়া যায়। আগামী দিনে পর্যটন মানচিত্রে ময়নাগুড়ির চাপগড় পরগণা আলাদা স্থান নির্ধারিত হওয়া উচিত বলে মনে করি। কারণ ময়নাগুড়ির ঐতিহাসিক পটভূমিকা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য।

**তথ্যসূত্র :**

১। উমেশ শর্মা : ময়নাগুড়ি : অতীত ও বর্তমান; জলপাইগুড়ি; ২০০৩, পৃ-২১

২। D.H.E. Sector : Survey and Settlement of the Western Duars in the District of Jalpaiguri (1889-1895); N.L. Publishers; Shib Mandir; Siliguri; WestBwngal; p-3.

৩। (unity Kr. Chatterjee : Kirat, Jana-Kiriti, the Asiatic Society; Calcutta; 1951; p-52.

৪। তথ্যদাতা : অধ্যাপক ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, অবসৃত প্রোফেসর; ইতিহাস বিভাগ; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়; ৯ই মে ২০১৮।

৫। তথ্যদাতা : অধ্যাপক ড. দীপককুমার রায়, প্রোফেসর; বাংলা বিভাগ; রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়; ১৬.১০.২০১৮।

৬। শ্রী নির্মলচন্দ্র চৌধুরী : অক্ষয় মৈত্রের : জীবন ও সাধনা; উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়; রাজা রামমোহনপুর, দার্জিলিং; ১৯৮৫; পৃ-৭৬।

৭। ড. সুধীররঞ্জন দাস : উৎখনন বিজ্ঞান; প্রস্তাবনা; পৃ-ক,খ।

৮। উমেশ শর্মা : ময়নাগুড়ি; অতীত ও বর্তমান, জলপাইগুড়ি; ২০০৩; পৃ-২৪।

৯। সুরেন্দ্রনাথ সেন : প্রাচীন 'বাংলার পত্র সংকলন; কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়; ১৯৪২; পৃ-২১।

১০। তথ্যদাতা : বিশ্বজ্যোতি ভট্টাচার্য; সংবাদ প্রতিদিন; ঐতিহাসিক চাপগড়কে পর্যটন মানচিত্রে আনতে উদ্যোগ।

**গ্রন্থপঞ্জী :**

১। সত্যেন্দ্রনারায়ণ, মজুমদার—মার্কসীয় দৃষ্টিতে লোকসংস্কৃতি, ১৯৮৬; কলকাতা; মনীষা;

২। প্রবোধচন্দ্র, সেন—বাংলার ইতিহাস সাধনা, ১৯৯৪; আকেদেমী বাংলা পশ্চিমবঙ্গ;

৩। কুমার বরুন, ড. চক্রবর্তী—বাংলার লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস, ১৯৯০, কলকাতা, বিপনী পুস্তক;

৪। পাঁচুগোপাল, ড. ভট্টাচার্য—লোকসংস্কৃতি আলোকে হাওড়া, ১৯৯৩, কলকাতা; বিপনী পুস্তক;

৫। দিব্যজ্যোতি, মজুমদার—লোককথার ঐতিহ্য, ১৯৮৬; কলকাতা; বিপনী পুস্তক;

৬। অসীম, দাস—বাংলা লৌকিক ক্রীড়া সামাজিক উৎস। ১৯৯০;

৭। সোবহান আখতার, খাঁন—মার্কসবাদ ও ন্যায়পরতার ধারণা ২০০৮; ঢাকা, একাডেমী বাংলা।

৮। কবিরাজ নরহরি—পি.কে; ইতিহাস সংগ্রামের স্বাধীনতা ভারতের, আকাঙ্খা অপূর্ণ, বিপ্লব অসমাপ্ত (সম্পা)। ২০০৫; কলকাতা; কোম্পানী অ্যান্ড বাগচী।

৯। চৌধুরী মিহির, ড. কামিল্যা—আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি। ২০০০; বিশ্ববিদ্যালয় বর্ধমান।

**পত্রপত্রিকা :**

১। লোকসংস্কৃতি গবেষণা পত্রিকা : মাঘ; ১৩৯২; গীতিকা; শরৎকুমার মিত্র।

২। ঐতিহ্য : কলকাতা; কৃষ্ণপুর; ফোকলোর ফর রিসার্চ অ্যান্ড স্টাডিজ সেন্টার; ১০১ পশ্চিমবঙ্গ।

৩। উজানী : রাজবংশী লোকসাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতি—তিন মাসিয়া পত্রিকা; আমগুড়ি; ময়নাগুড়ি; জলপাইগুড়ি; পশ্চিমবঙ্গ।

৪। ডেগর—ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতির নয়া দুনিয়া; নর্থবেঙ্গল আকাদেমি অব কালচার; শিবমন্দির; কদমতলা; শিলিগুড়ি; দার্জিলিং-৭৩৪০১৪; পশ্চিমবঙ্গ।

৫। চতুর্থবার্তা : সমাজ, ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণাধর্মী; যান্মাষিক পত্রিকা; বিশেষ সংখ্যা-সমাজ ও সাহিত্যে প্রতিবাদী চেতনা; শিবমন্দির; দার্জিলিং; ২০১৭।